AMARBOI.COM

হুমায়ূন আহমেদ

পিপীলিকা

০১

দিন

সূত্রধর কথা বলছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহকারী সূত্রধর হতে পারে। সূত্রধরের মাধ্যমে গল্প ধরিয়ে না দিলে মূল গল্পে পৌঁছাতে দেরি হবে বলে এই অবস্থা। সূত্রধর গেঞ্জি গায়ে বসা। তার সামনে বড় এক গ্লাসভর্তি চা এবং বিড়ি। তিনি বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে সেই জ্বলন্ত বিড়ি চায়ে ডুবিয়ে ফেলে দিলেন।

বিড়ি ভেজানো চায়ে চুমুক দিয়ে তৃপ্তি করে খাচ্ছেন। তিনি এখন ক্যামেরায় কথা বলছেন–
হামিদ : বিড়ির গন্ধ চলে গেছে চায়ে। এই কারণে চায়ে আলাদা স্বোয়াদ হয়েছে। খেয়ে দেখতে পারেন। এটা আমার আবিষ্কার। একদিন দিকে দিকে আবিষ্কার ছড়ায়ে পড়বে বলে আমার ধারণা। মণ্ডল সাহেবের মতো মানুষ আমার মতো বিড়ি-চা খান। আলহামদুলিল্লাহ।
মণ্ডল সাহেবের একটা বিষয় আপনাদের বলি। এমন না যে বিষয়টা গোপন। সবাই জানে। তবে জানা জিনিসও জানা যায়। এতে দোষ হয় না।
মণ্ডল সাহেবরে পিঁপড়ায় ধরে। পিঁপড়া। পিপীলিকা। উনি যেখানে বসেন সেখানে পিঁপড়া। জটিল অবস্থা। কে জানে একদিন হয়তো শুনব পিপীলিকা উনারে খায়া ফেলছে।
[মণ্ডল সাহেব ডাকলেন।]
মণ্ডল : হামিদ! হামিদ!
[হামিদ লাফ দিয়ে উঠল। নিজ মনে–]
হামিদ : ডাক পড়ে গেছে, মনে হয় পিঁপড়ায় ধরেছে।

০২
দিন
মণ্ডল সাহেবের শোবার ঘর। প্রাচীন কাঠের যে চেয়ারে তিনি বসেছেন সেই চেয়ারের প্রতিটি পায়া মাটির সরায় বসানো। সরাভর্তি পানি। হামিদ এসে দাঁড়াল।
হামিদ : পিঁপড়া ধরছে?
মণ্ডল : (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।)
হামিদ : চেয়ারের পায়ায় পানির সরা দেওয়া, এর মধ্যে পিঁপড়া কেমনে আসব?
মণ্ডল : একটা সরা ভাঙছে। পানি চলে গেছে। পিপীলিকা এসেছে সেই দিকে। পরীক্ষা করে দেখো। কোনো কিছু না দেখে ফাজিলের মতো কথা বলবা না।
[হামিদ উবু হয়ে বসল। দেখল ভাঙা সরা দিয়ে পিঁপড়ার সারি উঠছে। Computer graphics-এর কাজ।]
হামিদ : আপনারে কী ধরছে?
মণ্ডল : এখনো তো বুঝি নাই, কামড় খাই নাই।
[হামিদ হাতে লাইটার জ্বালিয়ে লাইটার দিয়ে পিঁপড়া মারছে। মণ্ডলের সামনে চা। তিনি দামি জর্দা বেনসন সিগারেট চায়ে ডুবিয়ে সিগারেট ফেলে দিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন।]
মণ্ডল : হামিদ!
হামিদ : জি চাচাজি।
মণ্ডল : চাচাজি ফাচাজি বলবা না। তুমি আমার ভাইস্তা না। তোমারে অধিক বেতন দিয়া পালতেছি। আমারে স্যার ডাকবা।
হামিদ : জি স্যার।
মণ্ডল : লোক মারফত খবর পেয়েছি, নান্দিপুর স্কুলের B.Sc. টিচার আমারে পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কিসব বুদ্ধি বাইর করেছে। তারে নিয়া আসো।
হামিদ : জি আচ্ছা।
[হঠাৎ মণ্ডল বিকটভাবে গা চুলকাতে থাকবে। জামা খুলে ফেলবে। দেখা যাবে গায়ে পিঁপড়া। মণ্ডল এবং হামিদ মিলে পিঁপড়া মারবে। কম্পিউটার গ্রাফিক্স।]
হামিদ : স্যার, আপনে পালঙ্কে বসেন। পালঙ্কের পানির সরা ঠিক আছে। [মণ্ডল খাটে বসল। হামিদ সরায় পানি ঢালছে।]
মণ্ডল : আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি– আমার দুই বউরে পাছায় লাথি দিয়া বাপের বাড়ি পাঠায়ে দিব। এরার দায়িত্ব চেয়ার আর খাটের নিচে পানি দিয়া পিঁপড়ার হাত থেকে আমারে রক্ষা করা। তারা কিছুই করে না। VCR-এ খালি Picture দেখে। বদ মেয়েছেলে!
হামিদ : পাছায় লাথিত কি আপনি দিবেন?
মণ্ডল : আমিই তো দিব। আমার বউ আর লাথি কে দিবে– তুমি? বদের হাড্ডি। তোমারেও লাথি দিয়া বিদায় করার সময় হয়েছে। আমার সামনে থাইকা বিদায় হও। বদের বাচ্চা!
[হামিদ চলে গেল।]

০৩
দিন
মণ্ডলের দুই স্ত্রী। আগ্রহ নিয়ে ভিসিআর-এ হিন্দি ছবি দেখছে। ছবিতে গানের দৃশ্য হচ্ছে। দুই স্ত্রীই ঠোঁট মিলিয়ে গান করছে। মণ্ডলের কথা শোনা যাবে।
মণ্ডল : ছোট বউ! ছোট বউ! বড় বউ!
[এরা ভিসিআর বন্ধ করে দিল। Pause-এ দেওয়া। দু'জনই আতঙ্কিত।]
বড় বউ : তোমারে ডাকে তুমি যাও।
ছোট বউ : আমারে একা ডাকে নাই, আপনারেও ডাকছে।
বড় বউ : তোমারে ডাকছে দুই বার। আমারে একবার।
মণ্ডল : বড় বউ! বড় বউ!
[বড় বউ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।]

০৪
দিন
মণ্ডলের সামনে দুই বউ। ভয়ে জড়সড়
মণ্ডল : কী করতে ছিলা?
ছোট বউ : জায়নামাজে বসে ছিলাম।
মণ্ডল : অসময়ে জায়নামাজে বসে ছিলা কেন?
বড় বউ : আপনারে পিঁপড়ার হাত থাইকা রক্ষা করণের জন্যে আমরা দুইজনে একটা খতম পড়তেছি।
মণ্ডল : কী খতম?
ছোট বউ : খতমে ইউনুস।
মণ্ডল : আচ্ছা ঠিক আছে যাও। খতম শেষ করো। আমার জন্যে এক কাপ চা পাঠাও।
[দুই বউ মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে গেল। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি জায়নামাজে বসবে।]

০৫
দিন
দুই বউ তাদের ঘরে ফিরেছে। ঘোমটা নামিয়ে দিল।
বড় বউ : তোমার বুদ্ধি ভালো। মাশাল্লাহ।
[ভিসিআর চালানো হলো। গানের সঙ্গে দুই বউই গলা মিলাচ্ছে। কাজের মেয়ে হানিফা উঁকি দিল।]
ছোট বউ : তুই চাস কী?
হানিফা : কিছু চাই না। আফনাদের রঙ দেখি।
বড় বউ : উনারে চা দিছস? যা চা দিয়া আয়।

০৬
দিন
মণ্ডলের জন্যে নতুন কাজের মেয়ে হালিমা চা নিয়ে এসেছে।
মণ্ডল : তোমারে তো আগে দেখি নাই। নতুন আসছ?
হালিমা : জে।
মণ্ডল : আমার স্বভাব-চরিত্র যে খারাপ, এইটা শুনেছ?
হালিমা (চুপ করে আছে।)
মণ্ডল : এইটা ভালো হইছে। আগেই সব জানা রইল।
[মানিব্যাগ খুলে হাজার টাকার নোট বের করল।]
মণ্ডল : এই নোট আগে দেখেছ?
হালিমা : জে।

AMARBOI.COM

মণ্ডল : নোটের নাম কী?
হালিমা : হাজারি নোট।

মণ্ডল : ধরো রাখো। তোমারে দিলাম। বখশিশ। নেও।
[হালিমা অস্বস্তির সঙ্গে বখশিশ নিল।]

মণ্ডল : আমি যে রাইতে নৌকায় ঘুমাই এইটা জানো?

হালিমা : জে।

মণ্ডল : পিঁপড়ায় যেন না ধরে, এই জন্যে মাঝ পুসকুনিতে নৌকায় থাকি। রাতে নাও-এ চইলা আসবা। আমার সেবাযত্ন করবা, বখশিশ পাবা। ধরো আরেকটা নোট রাখো। টাকা আমার কাছে তেজপাতা।
আমার দুই বউ কী করতেছে একটু খোঁজ নিয়া আসো।

হালিমা : ছবি দেখতেছেন। শাকিব খানের ছবি। ছবির নাম কিং খান। ছবির হিস্টোরি বলব?

মণ্ডল : ছবির হিস্টোরি বলার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা এখন যাও। রাতে দেখা হবে।
[হালিমা চলে গেল। মণ্ডল বিড়ি ধরিয়ে চায়ে ডুবিয়ে চা খাচ্ছে।]

০৭
দিন

পালঙ্কের পায়ার দৃশ্য। পানিতে একটা শুকনা পাতা ভাসছে। পাতাভর্তি পিঁপড়া। পিঁপড়াগুলো পায়া বেয়ে উঠার চেষ্টা করছে।

০৮

নান্দিপুর স্কুলের B.Sc টিচার এবং হামিদ।
B.Sc টিচারের গবেষণাগার। কিছু টেস্টটিউব, থার্মোমিটার, নল এইসব দেখা যাচ্ছে।

B.Sc স্যার : সবকিছুর উত্তর কোথায় আছে জানেন?

হামিদ : জি না।

B.Sc স্যার : বিজ্ঞানে যে বিজ্ঞান জানে তার কাছে আছে সব সমস্যার সমাধান। [দেয়ালের দিকে তাকালেন, সেখানে আইনস্টাইনের ছবি। দূর থেকে প্রণাম করলেন।]

B.Sc স্যার : (ছবি দেখিয়ে) উনাকে চিনেন?

হামিদ : জে না।

B.Sc স্যার : আফসোস! আফসোস! বিরাট আফসোস! বাদ দেন। মূল কথা বলি, আমি গবেষণার মাধ্যমে মণ্ডল সাহেবের পিপীলিকা সমস্যার সমাধান করেছি।

হামিদ : আলহামদুলিল্লাহ।

B.Sc স্যার : উনার গা থেকে মিষ্টি গন্ধ বের হয়, এতে পিপীলিকা আকৃষ্ট হয়। আমি একটা তিক্ত গন্ধের দ্রবণ তৈরি করেছি। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি- এই গন্ধ পিপীলিকা সহ্য করতে পারে না। দৌড়ে পালায়। [হাতে নীল রঙের বোতল নিলেন। একটা পিঁপড়া ভর্তি শিশি নিয়ে এক ফোঁটা দ্রবণ শিশিতে ফেললেন।]

B.Sc স্যার : দেখলেন পিঁপড়াদের অবস্থা? কী রকম হুড়াহুড়ি পড়েছে। এই দ্রবণ মণ্ডল সাহেবের গায়ে মাখতে হবে। হামিদ হাতে নীল রঙের বোতল নিয়ে ফিরছে। পথে বোতলের মুখ খুলে শুঁকল। বিকট গন্ধে অস্থির হয়ে বোতল হাতে বমি করতে বসেছে।

হামিদ : এই জিনিস শইল্যে মাখবে ক্যামনে? ওয়াক থু!

লোক : ঘটনা কী?

হামিদ : গন্ধ শুঁইকা দেখেন ঘটনা কী?
[লোক গন্ধ শুঁকে হামিদের চেয়ে বিকট শব্দে বমি করছে।]

০৯
দিন

মণ্ডল সাহেব ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙল পিঁপড়ার কামড়ে। তিনি অস্থির হয়েছেন। পাগলের মতো গা চুলকাচ্ছেন। দুই বউ এসে দাঁড়াল। তারা হতভম্ব। পালঙ্কের পায়ার দিকে ছোট বউ বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পায়া বেয়ে পিঁপড়া উঠছে।

মণ্ডল : হারামজাদিরা, দেখস কী? পিঁপড়া দূর কর।
[দুই বউ গামছা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।]

১০
দিন

মণ্ডল জলচৌকির উপর বসা। জলচৌকির পায়াতে মাটির সরাই। হামিদ নাকে রুমাল চেপে নীল রঙের বোতল খুলছে। মণ্ডলও গামছা দিয়ে নাক চেপে ধরে আছেন।

মণ্ডল : বিকট গন্ধ। জিনিসটা কী?

হামিদ : B.Sc স্যাররে জিজ্ঞাস করেছিলাম। উনি বলেছেন, বাদুড়ের গুয়ের সাথে এনিলিন মিশায়ে এই মিকচার তৈরি করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'পিঁপড়া বিনাশ'।

মণ্ডল : এনিলিন জিনিসটা কী?

হামিদ : চাচাজি, জানি না।

মণ্ডল : তোমাকে চাচাজি ডাকতে নিষেধ করেছি। আমি তোমার চাচা না।

হামিদ : বিস্মরণ হয়েছিল, আর হবে না।

মণ্ডল : হাত-পা তো নীল হয়ে যাইতেছে। রঙ উঠবে তো?

হামিদ : জানি না স্যার।

মণ্ডল : ওষুধে কাজ করলে তো ভালোই।

হামিদ : নিচে নাইম্যা বসেন দেখি পিপীলিকা আসে কি না।
[মণ্ডল জলচৌকি থেকে নেমে নিচে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পিপীলিকার

AMARBOI.COM

সারি তার দিকে আসতে শুরু করল। মণ্ডল পাগলের মতো পিঁ-পড়ার উপর লাফাচ্ছে।]

মণ্ডল : B.Sc মাষ্টারের গালে কেউ যদি একটা থাপ্পড় দিতে পারে তারে আমি হাজার টাকা নগদ দিব।

হামিদ : উনি শিক্ষক মানুষ। উনার গালে থাপ্পড় দেওয়া ঠিক না।

মণ্ডল : তারে সইন্ধ্যার পর আসতে বলো। দেখো কী করি। বদমাইশ! সইল্যে গু মাইখা ঘুরতেছি, রঙ উঠবে কি-না কে জানে। মনে তো হয় না উঠবে।

১১

দুই বউ গায়ে সাবান ডলে মণ্ডলের রঙ উঠানোর চেষ্টা করছে। রঙ উঠছে না।

ছোট বউ : নীল রঙে আপনারে মানাইছে।

মণ্ডল : নীল রঙে আমারে মানাইছে? দে, তোরা মুখে রঙ দে। এক্ষণ দে।

[দুই বউ মুখ বিকৃত করে মুখে নীল রঙ মাখল।]

ছোট বউ : গুয়ের মতো পচা গন্ধ। গু নাকি?

হামিদ : মানুষের গু না। বাদুড়ের গুয়ের মিকচার আছে।

বড় বউ : পিঁপড়ায় ধরে একজনরে আর আমরা দুইজন খামাখা মুখে গু মাইখা বইসা আছি।

মণ্ডল : কিছু বললা?

বড় বউ : না, কিছু বলি নাই। কি আর বলব!

মণ্ডল : হামিদ।

হামিদ : জি স্যার।

মণ্ডল : অঞ্চলে একটা নোটিশ দেও।

হামিদ : কী নোটিশ দিব?

মণ্ডল : যে আমারে পিপীলিকার হাত থাইকা বাঁচাবে তারে আমি পাঁচ বিঘা ধানি জমি দিব আর নগদ এক লাখ টাকা দিব।

১২

রাত

নৌকায় মশারি টাঙানো। মশারির সামনে সুন্দর বসার ব্যবস্থা। মণ্ডল আছেন B.Sc টিচার আছেন। হামিদ আছে।

মণ্ডল : ওষুধে কী রঙ দিছ? রঙ তো উঠে না।

B.Sc : এনিলিন দিয়েছি। বেনজিন রিঙের সঙ্গে NH_2 group.

মণ্ডল : শুনলাম বাদুড়ের গুও দিয়েছ?

B.Sc : মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট বাদুড়ের গু। হামিদ সাহেবের কাছে শুনেছি– ওষুধ কাজ করতেছে না।

মণ্ডল : ঠিকই শুনেছ।

B.Sc : অন্য একটা চিন্তা মাথায় এসেছে। আপনার তো টাকার অভাব নাই। আপনার পক্ষে সম্ভব।

মণ্ডল : বলো কী চিন্তা।

B.Sc : একটা জন্তু আছে। জন্তুর নাম পিপীলিকা ভুক, ইংরেজিতে বলে এন্ট ইটার। এই জন্তু পিঁপড়া ছাড়া কিছু খায় না। এই জন্তু যদি আপনার পায়ের সঙ্গে বান্ধা থাকে তাহলে পিঁপড়া আপনার গায়ে উঠামাত্র কপকপ করে খেয়ে ফেলবে।

মণ্ডল : জন্তু পায়ের সঙ্গে বান্ধা থাকবে?

B.Sc : জি।

AMARBOI.COM

B.Sc : জি।
মণ্ডল : সাঁতার জানো?
B.Sc : জানি।
মণ্ডল : সাঁতরায়া বাড়ি চলে যাও।
[বলেই লাথি দিয়ে পানিতে ফেলে দিলেন। শিক্ষক সাঁতরাচ্ছেন।]

১৩
রাত
কাজের মেয়ে সাজগোজ করছে। দুই বউ, তাদের মুখ নীল, এসে দেখল।
ছোট বউ : সাজস কী জন্যে? ঘটনা কী?
কাজের মেয়ে : সব ঘটনা সবেরে বলা যায় না।
বড় বউ : নৌকাত ডাক পড়ছে?
কাজের মেয়ে : ডাক পড়তেও পারে।
ছোট বউ : তরেও কিন্তু পিঁপড়ায় ধরব। যাইস না।
কাজের মেয়ে : আমার শইল মিডা না। আমারে পিঁপড়ায় ধরব না।

১৪
রাত
নৌকায় কাজের মেয়ে এবং মণ্ডল।
মণ্ডল : রঙচঙ মাইখা তো ভূতনি সাজছস।
কাজের মেয়ে : সাজ তুইলা ফেলব?
মণ্ডল : থাউক। সঙ্গীত জানস?
কাজের মেয়ে : জে না।
মণ্ডল : একজনরে চিনতাম, সে সঙ্গীত জানত। চিপায়-চাপায় গীত গাইত। মধুর গলা ছিল।
[কল্পনায় দেখছে- বাচ্চা একটি মেয়ে বনে হেঁটে হেঁটে গান করছে- 'জলেভাসা পদ্ম আমি শুধুই পেলাম ছলনা'। গানের মাঝখানে মণ্ডল ঢুকে মেয়েটির মুখ চেপে ধরে অন্ধকারে নিয়ে যাবে। মেয়ে ধস্তাধস্তি করছে। একবার মাকে ডাকল।]

১৫
রাত
মণ্ডল বাস্তবে ফিরে এসেছে।
কাজের মেয়ে : উনার নাম কী?
মণ্ডল : কার নাম কী?
কাজের মেয়ে : সঙ্গীত জানে যে মেয়ে, তার নাম।
মণ্ডল : তুই তার নাম দিয়া কী করবি? বদ মেয়েছেলে যা ভাগ।
কাজের মেয়ে : মাঝ পুসকুনিতে নৌকা বাঁধা, আমি যাব ক্যামনে?
মণ্ডল : সাঁতরায়া যাবি।
কাজের মেয়ে : আমি সাঁতার জানি না।
মণ্ডল : হামিদ! হামিদ!
হামিদ : জি স্যার।
মণ্ডল : এই বান্দিরে বাড়িত দিয়া আসার ব্যবস্থা করো। বদ মেয়েছেলে।

১৬
রাত
ডিঙ্গি নৌকায় হামিদ কাজের মেয়েকে পার করছে।
হামিদ : এত রাতে বাড়িত গিয়া করবা কী? আমার সাথে থাইকা যাও, গফসফ করি। আমি আবার ভালো কিচ্ছা জানি। শুনবা? তুলারাশি কন্যার কিচ্ছা শুনেছ?
কাজের মেয়ে : আপনের কিচ্ছার মধ্যে কি ইন্টারেস্ট আছে?
হামিদ : বিরাট ইন্টারেস্ট।
কাজের মেয়ে : তাইলে এই কিচ্ছা আপনের শাশুড়িরে গিয়া শুনান। আমার একটা ইজ্জত আছে।
হামিদ : পচা আদার ঝাল বেশি। তুই তো পচা আদা।

১৭
রাত
নৌকার ভেতর ঘুমের মধ্যে মণ্ডলকে পিঁপড়ায় ধরেছে। সে ঘুমের মধ্যেই শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে পিঁপড়া এনে এনে ফেলছে। ঘুম ভাঙছে না।

১৮
দিন
কাঁঠাল গাছের উপর সাইনবোর্ড-বিশেষ ঘোষণা। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনগণের চোখের মণি মণ্ডল সাহেবকে যে পিপীলিকা হইতে মুক্ত করিবে, তাহাকে নগদ এক লক্ষ টাকা এবং পাঁচ বিঘা ধানি জমি দেওয়া হইবে।
কিছু লোক সাইনবোর্ড পড়ছে।
লোক-১ : নিমপাতার রস শইল্যে মাখলে কি কোনো উপকার হবে?
লোক-২ : চিকিৎসা দিয়া দেখেন। উপকার হইলে নগদ টেকা। ধানি জমি।

১৯
দিন
গ্রাম্য চায়ের দোকানেও সাইনবোর্ড।
লোক-৩ : মণ্ডল সাবের শরীর হয়ে গেছে মিডা। সমস্যা এইটাই।
লোক : মানুষ তিতা, শরীর মিডা। আচানক ঘটনা।

২০
দিন
একটি টেম্পো চলে যাচ্ছে। টেম্পোর গায়েও সাইনবোর্ড।

২১
দিন
মণ্ডলের বাড়ির সামনে তিনজন গম্ভীরমুখে চেয়ারে বসে আছে। সঙ্গে হামিদ আছে। হামিদ তাদের চা খাওয়াচ্ছে। ঢুকলেন মণ্ডল।
মণ্ডল : এরা কারা?
হামিদ : এরা আপনের চিকিৎসা করবেন। ইনি করবেন হোমিওপ্যাথি। সাত ডোজ ওষুধ আর্নিকা আর থুজা ২০০ দিয়ে বানায়ে খাওয়ায়ে দিবেন। শরীর দিয়ে ভাপ বের হবে, পিঁপড়া কাছে ভিড়বে না।
মণ্ডল : সুসংবাদ। এরে নিয়া তালাবন্ধ কইরা রাখো। আমাকে সুস্থ করে টাকা-পয়সা জমি নিয়া বিদায় হবে। সুস্থ করতে না পারলে মাইরা হাড্ডিগুড্ডি ভাঙব।
চিকিৎসক : জোর জবরদস্তি কইরা তো চিকিৎসা হয় না।

AMARBOI.COM

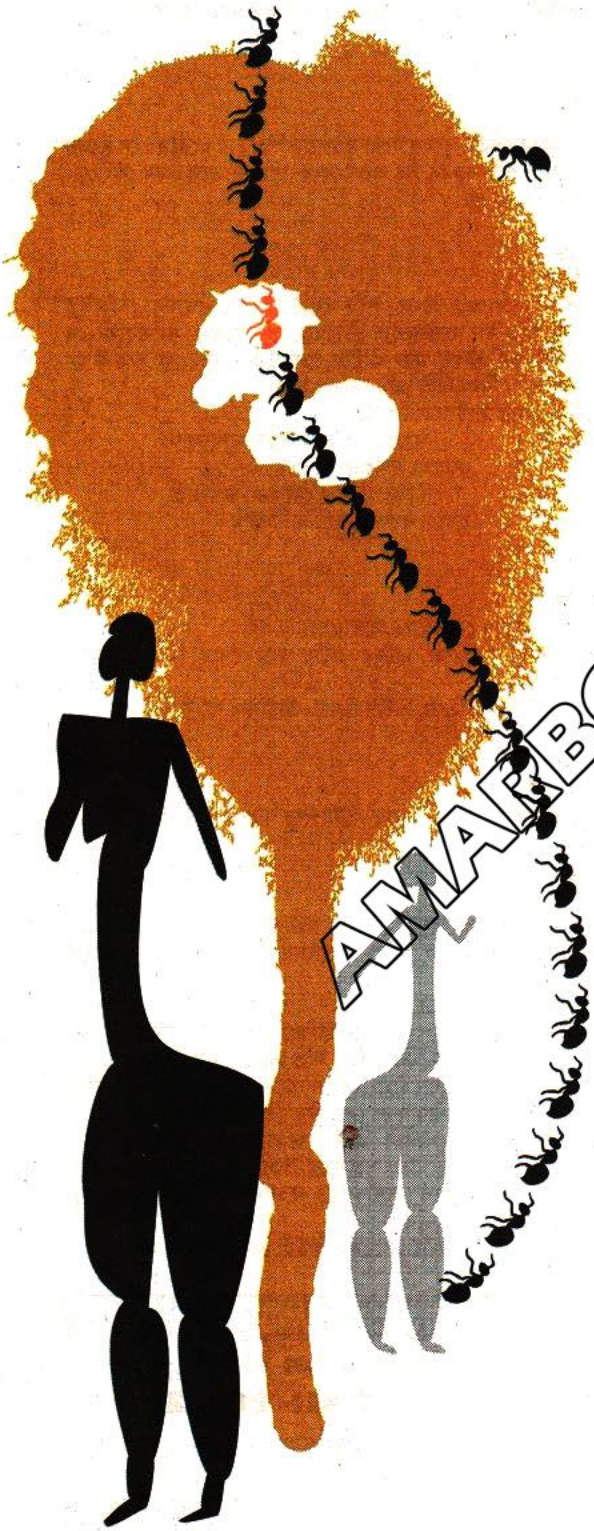

মণ্ডল : আমার ক্ষেত্রে হয়। আড়ালে আমারে আপনারা কী ডাকেন? পিশাচ মণ্ডল ডাকেন না?

[চিকিৎসক উঠে চলে যাচ্ছেন। তার পেছনে বাকি দু'জন।]

মণ্ডল : (হামিদকে) ঢাকায় চলো। দেখি ঢাকার চিকিৎসক কিছু করতে পারে কিনা। পারবে বলে মনে হয় না। আমার মৃত্যু হবে পিঁপড়ার হাতে।

২২

দিন

ঢাকা শহর। বড় চিকিৎসক। সামনে হামিদ এবং মণ্ডল।

চিকিৎসক : (হামিদকে) আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। আমি রোগীর সঙ্গে কথা বলব, টেন্ডলের সঙ্গে না।

[হামিদ চলে গেল।]

চিকিৎসক : আপনার অবিশ্বাস্য গল্প আমি বিশ্বাস করলাম। আপনার দিকে পিঁপড়ারা এগুচ্ছে, তাও দেখতে পাচ্ছি।

[চায়ের টেবিল থেকে ঝাড়ন দিয়ে পিঁপড়া সরাল।]

মণ্ডল : পিঁপড়া বাসা বানছে ফুসফুসে। সেখানে ডিম পেড়েছে। যদি কাশি দেই কাশির সাথে পিঁপড়া আসে। রক্ত আসে।

[মণ্ডল কাশতে শুরু করেছে। ডাক্তার ন্যাপকিন এগিয়ে দিলেন। ন্যাপকিনে ডিম, সুখে পিঁপড়া, কিছু রক্ত।]

ডাক্তার : Oh God! বিষয়টা শুরু হলো কীভাবে?

মণ্ডল : শুনতে চান?

ডাক্তার : চাই

মণ্ডল : আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক। টাকা-পয়সা বেশি থাকলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকে না। আপনারা যারে বলেন চরিত্র দোষ, তা-ই আমার হইল। সুন্দরী মেয়েছেলের অভাব ছিল না। দাসিবান্দি ছিল। দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের মেয়ে বউরা কেউ আমার হাত থাইকা উদ্ধার পায় ছিল। নাই।

ডাক্তার : পিঁপড়ার বিষয়টা বলুন। আপনার মহান চরিত্রের কথা শুনতে চাচ্ছি না।

মণ্ডল : বলতেছি, ধৈর্য ধরেন। বছর পাঁচেক আগে আমার এক দূরসম্পর্কের বোনের মেয়ের উপর নজর পড়ল। মেয়ে সঙ্গীত করে। [কল্পনায় দেখল মেয়েটা গান করছে মাটির পুতুল বানাতে বানাতে।] মেয়ের মা'র জন্যে ঘটনা ঘটাইতে পারি না। সেই বজ্জাত মা মেয়েরে পাখির মতো আগলায়ে রাখে। লাভ হয় নাই। ঘটনা ঘটায়ে ফেললাম। হা হা হা।

ডাক্তার : এইসব কী বলছেন। হাসছেন কেন?

মণ্ডল : মেয়ের মা কেমন ঠগ খাইল তাই ভাইবা হাসতেছি। হা হা হা।

ডাক্তার : আপনার গল্পে পিঁপড়া কোথায়?

মণ্ডল : আসতেছে। পিঁপড়া আসতেছে। বজ্জাত মা কী করল শোনেন। নিজের হাতে

AMARBOI.COM

মেয়েটারে ইঁদুর মারা বিষ খাওইয়া মারল। নিজে এক বেলগাছে ফাঁস নিল। আমারে ফেলার চেষ্টা। আর কিছু না। দুইটা মৃত্যু সহজ কথা না। পুলিশ ভাববে, আমি খুন করেছি।

বিপদে

ডাক্তার : আপনি কি খুনও করেছেন?

মণ্ডল : বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্যে খুনখারাবি করতে হয়। তবে আমি নিজের হাতে কিছু করি নাই।

ডাক্তার : এতক্ষণ ধরে কথা বলছেন, পিঁপড়া কোথায়?

মণ্ডল : ধৈর্য ধরেন, পিঁপড়া আসতেছে। ঘরে দুই লাশ ফালায়া আমি চলে গেলাম থানায়। টাকা-পয়সা খাওয়ায়ে ওসি সাহেবকে নিয়ে আসব। থানা বাড়ি থেকে দুই দিনের পথ। আমি বলে গেলাম, লাশ যে রকম আছে সে রকম থাকবে। ওসি সাহেব এসে যা করার করবেন।

ডাক্তার : আপনি দুনিয়ার গল্প করেই যাচ্ছেন। আমি পিঁপড়া বিষয়টা শুনতে চাচ্ছি। কবে থেকে আপনাকে পিঁপড়া ধরতে লাগল।

মণ্ডল : ওসি সাহেবরে নিয়া চার দিন পরে ফিরলাম। দেখি বেলগাছে বজ্জাত মাগীর সারা গা পিঁপড়ায় ঢাকা। ছোট মেয়েটারও একই অবস্থা। পিঁপড়ায় লাশ খেয়ে ফেলেছে। দেখে মনে হয় লাল চাদর। আমারে দেখে পিঁপড়ারা আমার দিকে আসা ধরল। এই হলো শুরু

[কল্পনায় দৃশ্য দেখবে। সেখানে তাকে পিঁপড়ায় ধরামাত্র সে লাফাতে শুরু করবে। বাস্তবে ফিরে এলেও লাফাতে শুরু করবে। কারণ তাকে পিঁপড়ায় ধরেছে।]

ডাক্তার : Oh God! Oh God!

২৩
দিন

মণ্ডল এবং হামিদ টেম্পোতে করে তার বাড়ির সামনে নেমেছে। মণ্ডলের পায়ে গামবুট। হাতে হাতমোজা।

মণ্ডল : তুমি বাড়িত যাও। আমি আসছি খবর দেও। আমি একটা কাজ সাইরা আসতেছি।

হামিদ : কী কাজ?

মণ্ডল : কী কাজ তোমারে বলার কিছু নাই। তুমি আমার মুনিব না। তুমি আমার নফর।

[মণ্ডল হাঁটা ধরল। জঙ্গলে ঢুকল।]

২৪
দিন

মণ্ডল হাত-পা থেকে গামবুট এবং হাতমোজা খুলে ফেলল। গায়ের জামা খুলল।

মণ্ডল : আয় পিঁপড়া আয়। আমারে খায়া ফেল। যন্ত্রণা শেষ কর।

[মণ্ডল শুয়ে পড়ল। তার দিকে বিভিন্ন দিক থেকে পিঁপড়ারা এগুচ্ছে। কিছু পিঁপড়া নাক দিয়ে ঢুকছে। কান দিয়ে ঢুকছে। Computer graphics at the best.] ■

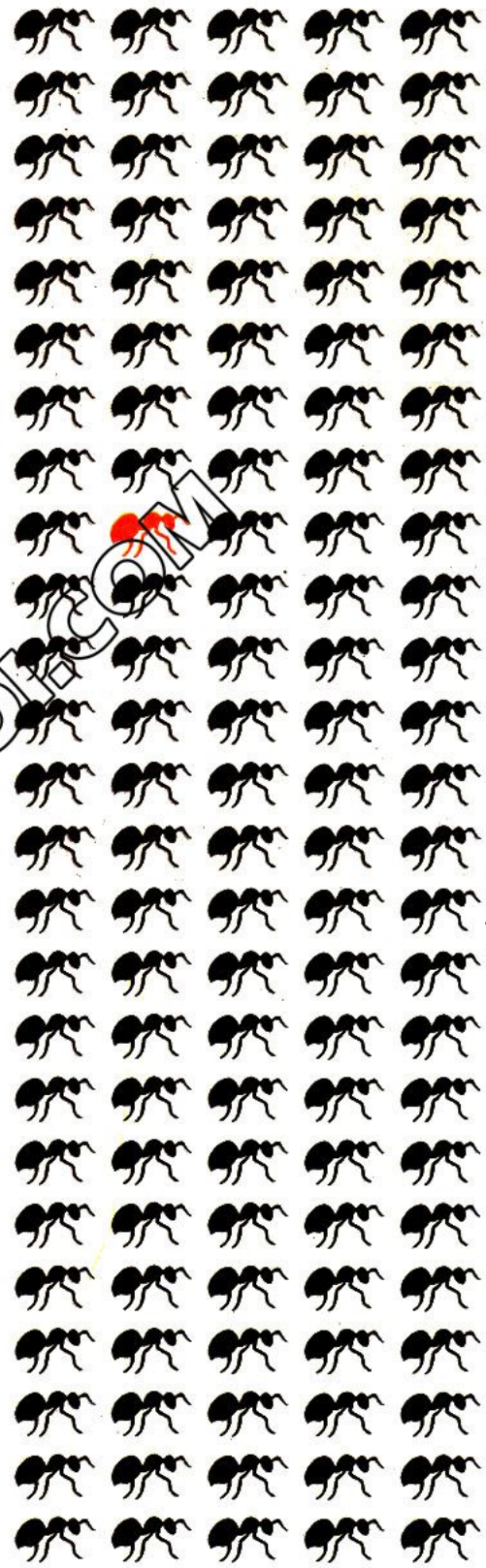

AMARBOI.COM